কালের কণ্ঠ

তারিখ ... ~~12 NOV 2016~~ ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ২ ......
11 NOV 2016

নান্দাইল | ময়মনসিংহের নান্দাইলে রাতের আঁধারে বিক্রি করে দেওয়া প্রাথমিকের ৩২ মণ বই ট্রাকে তুলছে শ্রমিকরা। ছবিটি গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টায় তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

# রাতের আঁধারে ট্রাকে উঠল বই

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের নান্দাইলে গত বছরের থেকে যাওয়া (উদ্বৃত্ত) প্রাথমিকের প্রায় ৩২ মণ বই রাতের
আঁধারে বিক্রি করা হয়েছে। ২২ টাকা ১৫ পয়সা কেজি দরে বিক্রি করা ওই বই গত বুধবার রাতে
ঠিকাদার তিনটি ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যান। এদিকে একটি উপজেলায় এত বই থেকে যাওয়া
এবং তা রাতের আঁধারে বিক্রি করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঈশ্বরগঞ্জ ও গৌরীপুর উপজেলা থেকেও
উদ্বৃত্ত অন্তত ১৫০০ বই বিক্রি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ওই দুই উপজেলার প্রাথমিক
শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জেলা পর্যায়ের দুজন
কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গুদাম থেকে বই এনে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তবে তিনটি
উপজেলায় প্রাথমিকের এত উদ্বৃত্ত বই থাকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। খবর পেয়ে রাত
সাড়ে ৮টার দিকে নান্দাইল উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, দশ-বারোজন শ্রমিক
প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের গুদাম থেকে বইয়ের প্যাকেট বহন করে ট্রাকে তুলছে। শ্রমিক সাইদুর
রহমান জানান, তাঁরা একটি পুরো ও একটি অর্ধেক ট্রাক বই দিয়ে বোঝাই করেছেন। সেখানে
উপস্থিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, হাজার হাজার টাকার বই নিলামে কেজি দরে বিক্রি করায়
এটাই প্রমাণিত হয় যে চাহিদার তুলনায় বই অনেক বেশি আনা হয়েছিল। সেই বই বছরখানেক
গুদামে ফেলে রেখে রাতের আঁধারে কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। ঘটনা জানাজানি হলে সংসদ
সদস্য আনোয়ারুল আবেদিন খান তুহিন, উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক চৌধুরী স্বপন ও
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানুর আলম এ বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরে খবর পেয়ে নান্দাইল
থানার ওসি আতাউর রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন।
এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনিন জানান, টেন্ডারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত এক হাজার ২০০
কেজি বই বিক্রি হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাহিদার তুলনায় কিছু বেশি বই আনা
হয়। এর ওপর অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তাদের বইও উদ্বৃত্ত থেকে যায়। বই নিয়ে যাওয়ার
সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (এডিপিইও) মো. শফিকুল
ইসলাম। তিনি জানান, নান্দাইল প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে ২০১৫ সালের এক হাজার ২০০
কেজি বই উদ্বৃত্ত থাকার তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৬০০ কেজির কিছু বেশি বই সেখানে পাওয়া
গেছে। সেখানে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে
তিনি সেখানে ছিলেন। অন্যদিকে সহকারী মনিটরিং কর্মকর্তা মো. ইলিয়াছ উদ্দিনও সেখানে
উপস্থিত ছিলেন। তিনি সদ্য অবসর নিয়েছেন উল্লেখ করে বলেন, তদারকি করতেই তাঁর এখানে
আসা।
নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানুর আলম জানান, উদ্বৃত্ত বই টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রির
বিষয়টি তাঁর জানা নেই। আর নিয়মের মধ্যে থেকে বই বিক্রি করা হলে তা রাতে কেন? বিষয়টি
তদন্ত করে দেখা হবে।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল আলম বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্রাকে স্তূপ করে রাখা হয়েছে বিক্রি করা বই (ওপরে); খবর পেয়ে থানার ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনিনের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি : কালের কণ্ঠ